যুগান্তর

13 APR 2003

[illegible]

এসএসসি ও দাখিলের অর্ধ লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়নি

কারণ নকল রোধে ব্যাপক কড়াকড়ি

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

ব্যাপক কড়াকড়ির কারণে বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থী বহিষ্কার ও ড্রপ আউটের মধ্য দিয়ে গতকাল এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার সময় ঝরে গেছে অর্ধ লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে বহিষ্কার হয়েছে ১৪ হাজার। নকলে সহায়তা ও দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছেন দু'শ[illegible]ধিক। ১৯৮০ সালের নকল প্রতিরোধ আইনের আওতায় বহিষ্কারের পাশাপাশি অর্ধশতাধিক পরীক্ষার্থী ও ১০ [illegible]ক্ষককে গ্রেফতার করা হয়।

ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে গত ২৭ মার্চ একযোগে এসএসসি, দাখিল [illegible] ভোকেশনাল এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। শুরুতে পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৩৪ হাজার ৪৯ জন। নকল প্রতিরোধে কেন্দ্রের গেটে দেহ তল্লাশি, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে ভিডিও চিত্র ধারণ, নকল প্রতিরোধ আইনে নকলবাজ ছাত্র ও সহায়তাকারী শিক্ষককে গ্রেফতারের ঘোষণাসহ ব্যাপক কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। প্রথমদিনেই পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

পরীক্ষা : নকল

(৩য় পৃষ্ঠার পর) আড়াই হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। আর ২৫ জন শিক্ষককে বহিষ্কার ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। অবশ্য অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতর ও বাইরের চিত্র ছিল ব্যতিক্রমী-নকলমুক্ত। ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের দিন নকল প্রবণতা ছিল একটু বেশি। ওইদিন তিন হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। নকল প্রবণতা কমলেও এ কাজে শিক্ষকদের সহায়তা তেমন কমেনি বলে ওইদিন ৭৫ জন শিক্ষক বহিষ্কৃত হন। এরপর থেকে নকল প্রবণতা কমে এলেও অষ্টম দিনে গণিতে দুই হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। ওইদিন শিক্ষক বহিষ্কৃত হন ২৫ জন। ৮ এপ্রিল দাখিলের লিখিত পরীক্ষা শেষে এখন ব্যবহারিক পরীক্ষা চলছে যা আগামী ২০ এপ্রিল শেষ হবে। আজ এসএসসির পদার্থ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ব্যবসায় পরিচিতি এবং কারিগরি ট্রেড মধ্য দিয়ে তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হবে। এসএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৬ থেকে ২৭ এপ্রিল এবং কারিগরিতে ১৫ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত।

এসএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন এবং শিক্ষা সচিব শহীদুল আলমের পৃথক দুই চিঠিকে কেন্দ্র করে হল গেটে পরীক্ষার্থীর দেহ তল্লাশি নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তাই অনেক জায়গায় কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল ছিল। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বরগুনার একটি মাদ্রাসা কেন্দ্রে পরিদর্শনকালে হল সুপারসহ ৩ শিক্ষক ও ৫ ছাত্রকে বহিষ্কার করেন এবং পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় নকলের ভয়াবহতা দেখে দুটি কেন্দ্র বাতিল এবং এই দুই কেন্দ্রের ৩৪ শিক্ষককে বহিষ্কার করেন। নকলের দায়ে বহিষ্কৃত হয়ে বরিশালের মুলাদিতে এক পরীক্ষার্থী পরিদর্শক শফিকুল ইসলামকে লাঞ্ছিত করে। রংপুরের পীরগঞ্জে একদল যুবকের হাতে পুলিশ জখম হয়। তবে অন্য বছরের তুলনায় সন্ত্রাসী ঘটনা ছিল খুবই কম।

প্রতিবছরের মতো এবারও প্রশ্নপত্রের ভুলে পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্তির শিকার হতে হয়েছে। দাখিলের ভূগোল ও অর্থনীতি, এসএসসিতে রাজশাহী বোর্ডের বাণিজ্যিক ভূগোল এবং ঢাকা বোর্ডের ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে প্রশ্নপত্রে ভুল ছিল।